আমাদের সফটওয়্যার শিল্পকে আতুর ঘর থেকে বের করতে হলে

- ডালিয়া সাত্তার

ঢাকার একটি সফটওয়্যার ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানে আমি কাজ করি। কিছুদিন আগে আমরা বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কয়েকজন প্রোগ্রামার চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। তাতে সাত শতেরও বেশী সিভি জমা পড়েছিল।

অন্যদিকে আমাদের দেশের সফটওয়ার ক্লায়েন্টদের একটি সাধারন অভিযোগ হচ্ছে যে সফটওয়ার ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান সমূহ সময়মত তাদের কাজ সফলভাবে শেষ করতে পারে না।

উপরোক্ত দুটি ঘটনা বাংলাদেশের সফটওয়্যার শিল্পের বর্তমান চিত্র তুলে ধরে। যদিও রপ্তানীকারী সফটওয়্যার ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, তথাপি এ শিল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। একদিকে যেমন দক্ষ প্রোগ্রামারের প্রকট সংকট রয়েছে অন্যদিকে বেকার ও হাতাশাগ্রস্থ কম্পিউটার পেশাজীবিদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছে।

আমাদের সফটওয়্যার শিল্পের সমস্যাটা চক্রাকার। প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্বেও আমাদের বাইরে থেকে উল্লেখ যোগ্য মাত্রায় সফটওয়ার তৈরীর কাজ আনতে পারছি না। শুধু নাই নয়, দেশের ভিতরকার সফটওয়্যার তৈরীর কাজও অনেক সময় ভারতে পাচার হয়ে যাচ্ছ। বাংলাদেশে যে লক্ষ লক্ষ অবৈধ ভারতীয় কর্মরত, তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে এ শিল্পে। তা ছাড়া অনেক ভারতীয় প্রতিষ্ঠান দেশীয় কিছু প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কাজগুলো ভারতে নিয়ে যাচ্ছে। এর অন্যতম প্রধান করান হচ্ছে দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ সফটওয়্যার ডেভেলপার নেই। তা ছাড়া আমাদের মিডিয়াতে ভারতীয় সফটওয়্যার শিল্পের ক্রমাগত জয়গান প্রচার দেশীয় ডেভেলপারদের থেকে তাদের মূল্য অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। সমস্যাটা চক্রাকারে কেননা, একদিকে যেমন কাজের অভাবে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা যাচ্ছে না অপর দিকে দক্ষ জনশক্তির অভাবে কাজ আনা যাচ্ছে না। ঘরের কাজ বাইরে চলে যাচ্ছে।

আমার মতে এ চক্র ভাঙ্গার তিনটা পথ রয়েছেঃ

ক. দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা

খ. অধিক মাত্রায় বাইরের কাজ আনা ও ভিতরের কাজ পাচার রোধ করা

গ. ভারতীয় ঢোল পেটানো বন্ধ করা

আমাদের দেশের অধিকাংশ সফটওয়্যার ডেভেলপার কম্পিউটার সায়েন্স বা ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে আসে না। তাদের অধিকাংশই কোন একটা Rapid Application Development Tool (যেমন ভিস্যুয়াল বেসিক) শেখে, ডাটাবেজ প্রোগ্রামিং এর উপর কিছু ধারণা নেয় অতঃপর সফটওয়্যার তৈরী করতে বসে যায়। সিষ্টেম এনালাইসিস ও ডিজাইনের ব্যাপারে তাদের খুব একটা স্পষ্ট ধারনা থাকে না। এদের কারো কারো শিক্ষাগত যোগ্যতা তেমন ভালো থাকে না। ফলে একজন সফটওয়্যার ডেভেলপারের যে নুন্যতম তীক্ষ্নতা থাকা দরকার তা তাদের থাকে না।

কম্পিউটার সায়েন্স থেকে আসা ডেভেলপারদের সংখ্যা ২০ শতাংশেরও কম। আরেকটু বেশী সংখ্যা (৪০ শতাংশের মত) আসে বিভিন্ন সাইয়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় থেকে। এই গ্রুপের গড়ে ওঠার ক্ষমতা থাকলেও তা প্রায়শই বাধা প্রাপ্ত হয় এনালাইসিস ও ডিজাইনের ব্যাপারে তেমন স্পষ্ট ধারনার অভাবে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে একই ব্যক্তিকে দিয়ে এনালাইসিস, ডিজাইন, প্রোগ্রামিং, টেষ্টিং সব কিছুই করিয়ে থাকে। ফলে সদ্য পাশ করা কেউ খুব দ্রুত এই ধরনের হাতুড়ে মেথেডোলজীতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তার আর একটা পর্যায়ের উপর যাওয়া হয়ে ওঠে না। ঢাকার কোন সফটওয়্যার ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানে গিয়ে আপনি যদি কোন সফটওয়্যার এনালাইসিস ও ডিজাইনের কাজগপত্র দেখতে চান তাহলে আমার বক্তব্য কতটা সত্য তা বোঝা যাবে।

সফটওয়্যার ডেভেলপারদের বাকী অংশ আসে সার্টিফিকেট বিক্রেতা ট্রেনিং সেন্টারগুলো থেকে। এদের কারনে পরিস্থিতির ভয়ানক অবনতি ঘটেছে। অনেক বিদেশী (প্রধানতঃ ভারতীয়) ট্রেনিং সেন্টার দেশে তাদের অগনিত সংখ্যক শাখা-প্রশাখা খুলে বসেছে। তারা তরুন-তরুনীদেরকে চটকদার বিজ্ঞাপন আর কর্মসংস্থানের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আকর্ষন করে। এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে যারা বের হয় তারা সব কিছুই জানে অথচ কিছুই পারে না জাতের। এরা যে সব কারনে ভাল সফটওয়্যার ডেভেলপার তৈরী করতে ব্যর্থ হচ্ছে তা হচ্ছেঃ

ক. এদের কারিকুলামই এমনভাবে তৈরী যা প্রশিক্ষণার্থীদেরকে কোন ব্যাপরে বিশেষ পারদর্শী হতে দেয় না। কম্পিউটার অভিধানে পাওয়া যায় এ রকম প্রায় সকল বিষয়ে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দেয়া হয় অবিশ্বাস্য কম সময়ের মধ্যে।

খ. এসব প্রতিষ্ঠানে যারা ভর্তি হয় তারা সাধারণতঃ আমাদের তরুন-তরুনীদের অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী অংশ। খুবই শক্তিশালী কোর্সের ক্যাপসুল গুলো অতি অল্প সময়ে হজম করা তাদের জন্য খুব কষ্টকর হয়ে দাড়ায়।

গ. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষকদের মান ও ভালো থাকে না। এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকগন এমন সব ভারতীয়দের ধরে এনে বসিয়ে দেয় যারা তাদের নিজের দেশে চাকরী পায় না। তারা বিদেশীদের প্রতি আমাদের দূর্বলতার সুযোগ নেয়।

ঘ. এ সব প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ভাষা (ইংরেজী) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বড় বাধা হয়ে দেখা দেয়।

আমাদের সফটওয়্যার ডেভেলপারদের মধ্যে একটা প্রবনতা রয়েছে কোন সফটওয়্যারের সোর্স কোড হাতে পাওয়া মাত্র নিজে ব্যবসা খুলে বসার। এর ফলে এ শিল্পে পেশাদারিত্ব সৃষ্টি হচ্ছে না।

আমাদের কোম্পানীর মার্কেটিং এর লোকজন বিদেশে সফটওয়ার রপ্তানীর উপর অনেক সেমিনারে অংশ নিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বক্তাগন হচ্ছে আমেরিকাতে বসবাসরত বাংলাদেশীগন। তারা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আশার অসংখ্য বাতি জালিয়ে রেখে উধাও হয়ে যান। অনেক ক্ষেত্রেই এর রকম হয়েছে যে, প্রবাসী 'এক্সপার্ট' তার ভিজিটিং কার্ড দিয়ে সেমিনারে অংশগ্রহণাকারীদেরকে বলছেন পরবর্তীতে যোগাযোগ করতে। কিন্তু শত যোগাযোগের পরও কোন উত্তর আসেনি।

আমি তাদের দোষ দিই না। সম্ভবতঃ দেশে বেড়াতে আসার সময় তাদের মধ্যে দেশের জন্য কিছু একটা করার ইচ্ছা জাগরিত হয়। দেশে এসে তাদের ছুটির মূল্যবান সময়টুকু কোরবানী করে তারা বিভিন্ন সেমিনারে যোগ দেন। সেখানে তারা সম্ভাবনার পুস্পিত চিত্র তুলে ধরেন। তারপর কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে কাজের মাঝে হারিয়ে যান। তাদের জন্য চাকরী বাকরী করার পর বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য মার্কেটিং করা হয়ে ওঠে না। আমার মনে হয় সস্তা জনপ্রিয়তা তাদের কাছে ব্যবসার থেকে বেশী লোভনীয় ও সহজলভ্য মনে হয়ে থাকে।

সমাধানের পথঃ

আমাদের গুনীজনেরা সফটওয়্যার শিল্পকে প্রায়ই তৈরী পোষাক শিল্পের সাথে তুলনা করেন। সম্ভবতঃ একারনে আমাদের নীতি নির্ধারকগণ বুঝতে পারেন না যে, এ শিল্পের জন্য প্রয়োজন বুদ্ধিমান, প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি। বিদেশী সার্টিফিকেট বিক্রেতাদেরকে দেশের শহরে, নগরে, বন্দরে ছড়িয়ে দিয়ে কিংবা করদাতাদের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে নব্য ঋণ খেলাপী গড়ে তুলে এ সমস্যার সমাধান হবে না।

সরকারকে কিছু করতে বলতে ভয় হয়। সরকার কিছু করা মানেই করদাতাদের পয়সায় ডজন খানেক আমলার শিক্ষা সফর (যার প্রধান আকর্ষন হচ্ছে শত শত ডলারের প্রাত্যহিক ভাতা), ভিস্যুয়াল বেসিক কিংবা এক্সেস শিখতে সরকারের কয়েকজন উপসচিবকে আটলান্টা পাঠানো যারা এসেই কেউ ডিসি হিসাবে যশোর যাবেন, আর কেউ বা বন বিভাগের কোন প্রকল্পের পরিচালকের পদটি অলংকৃত করবেন। বিড়ালের গোঁফ চুইয়ে যে দুয়েক ফোটা পড়ে তাই নিয়ে আমাদের বেসিস নেতারা সন্তুস্ট থাকবেন।

তবুও প্রধান কাজটি সরকারকে করতে হবে। সরকারের দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে কম্পিউটার সায়েন্স ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনেক বেশী সংখ্যায় গ্রাজুয়েট তৈরী করা। এ বিষয় সমূহের বর্তমান আসন সংখ্যা এত বেশী বাড়াতে হবে যে, বাংলাদেশ প্রতি বছর দশ হাজার (সংখ্যাটা আমি পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে নিয়েছি) কম্পিউটার প্রোগ্রামার তৈরী করতে পারে। যে দেশ একজন সাবেক রাষ্ট্রপতির মূর্তি বানাতে ৩০ কোটি টাকার যোগান দিতে পারে যে দেশে লেখা পড়া করাতে টাকার অভাব হবার কথা নয়। তা ছাড়া সকল শিক্ষাই যে ফ্রি হতে হবে এমন কথা নয়। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিশটি আসনকে বাড়িয়ে যদি পাঁচ শতটি করা হয়, তার মধ্যে একশত বর্তমানের মত নাম মাত্র টিউশন ফিতে, দুই শতটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধেক পরিমান ফিতে এবং বাকী দুই শতটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমপরিমান ফিতে পড়ানো হয় তাহলে আপত্তি থাকার কথা নয়। এতে অর্থনৈতিক সমস্যার কিছু সমাধান হবে। বেশী বেতন দিয়ে ভালো শিক্ষক রাখা যাবে। শিক্ষক সংকট থাকলে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে যে সব বাংলাদেশীগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষকতা করছেন তাদেরকে যথাযথ বেতন দিয়ে আনা যেতে পারে। সরকারকে বেশীদিন সে খরচ বহন করতে হবে না। কেননা কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের দেশেই পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক তৈরী হয়ে যাবেন।

সরকারের দ্বিতীয় করণীয়টি হচ্ছে আমাদের তথ্য প্রযুক্তির কর্মী বাজার অবৈধ ভারতীয় মুক্ত করা।

আমাদের অর্বাচীন তথ্যপ্রযুক্তি কলামিস্টগন ইতোমধ্যেই অতি মাত্রায় ভারতের জয়গান গেয়ে এ শিল্পের সমূহ ক্ষতি করে ফেলেছেন। ভারতীয় প্রশিক্ষক না হলে কম্পিউটার স্কুল চলে না। সফটওয়্যারের কাজের ব্যাপারে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান বা তাদের স্থানীয় এজেন্টদেরই সবাই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। সরকারী প্রচার মাধ্যম বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে জাতীয় আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য। বিটিভিকে উদ্যোগ নিতে হবে বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ব্যক্তিগনের সাফল্য নিয়ে ধারাবাহিক অনুষ্ঠান প্রচার করার।

বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রবাসীদের অবদানের ক্ষেত্র কিছুটা সংকুচিত হয়ে পড়লেও এখনও তারা অনেক কিছু করতে পারেন। প্রত্যেক প্রবাসী কম্পিউটার পেশাজীবি যদি অন্তত একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রাখেন তাতেও ধীরে ধীরে অনেক সুযোগ সুবিধা তৈরী হয়ে যাবে। দেশের প্রতিষ্ঠান জানবে বিদেশে কি প্রয়োজন, বিদেশে আমাদের প্রবাসী প্রতিনিধি জানবেন দেশে কি পাওয়া যায়। চাওয়া ও পাওয়ার সমন্বয়ে ব্যবসা গড়ে ওঠে। প্রবাসীদের অবদানের ক্ষেত্র শুধু বিদেশে সফটওয়্যার রপ্তানীতেই সীমাবদ্ধ নয়। তারা দেশে প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞতা ও প্রেরণ করতে পারেন।